মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

# শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা



শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর

৫৫ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র, ১৪২৪ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

## গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

## প্রবন্ধ-সূচী


| প্রবন্ধের নাম | লেখক | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ১। সারকথা | গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত | ৩ |
| ২। শ্রী ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী | — | ৪ |
| ৩। হরিকথা জীবকে নাড়িয়ে দিতে পারে | শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ | ৫ |
| ৪। আপনাদের কথা আর আমাদের ব্যথা | ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ | ৮ |
| ৫। শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা .... | সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস | ১০ |
| ৬। শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী | সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী | ১১ |
| ৭। শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসবের বিবরণী | শ্রী সদানন্দ দাস | ১৪ |
| ৮। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসবে আমলাজোড়া মঠে চিকিৎসা শিবির | শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ | ১৮ |
| ৯। দার্জিলিং ও বাংলাদেশে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের পদাঙ্কিত শ্রীপাট দর্শন ও পরিক্রমা | — | ১৯ |
| ১০। শারদীয় দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস | — | ১৯ |

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

# শ্রীভক্তি-পত্র

"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

**৫৫ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র, ১৪২৪ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০১৭**

## সারকথা

কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৫৫)

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যা'র আছে অপরাধে ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।৫৪)

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্বথা তাহার ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১)

অদ্বৈত বলয়ে—'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥'
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৬।১৬৭)

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায় ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।১৮৫)

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪০)

ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪২)

নিন্দায় নাহিক কার্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৪৫)

# শ্রী ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না।

('মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক সঃ তোঃ ৪।১)

যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া 'ভক্ত' বলিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই। নিজেদের জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও বাহিরে তাহাদিগের তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা—লোক-বঞ্চনা-মূলেই জাত। যে-স্থলে সেই প্রকার ধর্ম্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধার্ম্মিকত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি; আর যে-স্থলে সেই সকল দোষ বর্ত্তমান, সেই স্থানেই দম্ভ, কৈতব বা কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভিসন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মুখে ভগবানের সর্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোধর্ম্ম আলস্যের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপার্জ্জিত বিত্তের প্রতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহার কোন অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জন-সাধারণকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরি-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ বিবৃতি)

যেখানে বিষয় নিরস্ত হইয়াছে, অধন-সংগ্রহের পিপাসা হ্রাস হইয়াছে, নিজের কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম-লাভের যত্ন হইয়াছে, অসাধুসঙ্গ পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেখানেই শ্রীগৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যেখানে কপটতা-ধর্ম্ম ক্রমে অনর্থকে অর্থবোধ, সেখানে কোনও মঙ্গল নাই।

(শ্রীসজ্জনতোষণী, ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ-বীজ হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন।

অপরাধিগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দু-সঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

অবিশ্রান্ত নাম—কেবল দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদির আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।

সাধন-ভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক।

যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তিপ্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।

মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী, কেননা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত, অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিবেন।

—শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি

'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়প্রতিষ্ঠারূপ বিষয় তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ-মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্বরামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। *(ক্রমশঃ)*

# হরিকথা জীবকে নাড়িয়ে দিতে পারে

**ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)**
**স্থান-প্রপন্ন আশ্রম, (আমলাজোড়া), তারিখ:- ২১-০৯-২০১১**

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমাদের আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে ভক্ত সমক্ষে ভক্তি এবং ভক্তের কিছু কথা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। **হরিকথা জীবকে নাড়িয়ে দিতে পারে**। যতই অজ্ঞান তমের মধ্যে আমরা থাকি না কেন, সাধুর কথা মহান্তের কথা তথা শ্রীগৌরসুন্দরের কথা তাঁদের ভক্তের কথা এসব কথাই কিন্তু বাঙ্ময়, চিন্ময় কথা এবং অত্যন্ত Powerful. আমরা যতই দুঃখের সমুদ্রে থাকি না কেন, কথা আমাদের শুনতে হবে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা অতিশয় প্রীতির সহিত শুনতে হবে। কিসের জন্য আমরা এখানে রয়েছি, কিসের জন্য আমাদের এখানে থাকা এবং কি করলে আমরা শান্তি পেতে পারি এসমস্ত কথা তত্ত্বত অভিজ্ঞান লাভ করায়।

''সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১২০)

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতে আমরা পাই—

''সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায় কৃষ্ণে করে 'ভাব' ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১০৪)

আমরা অজ্ঞতাবশে সংসারগ্রস্ত দশা অবস্থায় ঘুরছি। সংসরণশীল এই যে সংসার আজ যেটা দেখা যায় কাল সেটা দেখা যায় না বা থাকে না—একথাটা আমরা দেখতে পারি, বুঝতে পারি কিন্তু এর তত্ত্ববোধ উপলব্ধির বিষয় হয় না, এটাই হচ্ছে মায়ার প্রহেলিকা যা আমাদের সব ভুলিয়ে দেয়। আমাদের কি করা কর্তব্য সেটা সাধুশাস্ত্র কৃপায় উপলব্ধির বস্তু করলে তবেই আমাদের মঙ্গল।

''কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বর্হিমুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

মায়া—''মিয়তে অনয়া ইতি মায়া' যাকে আমরা মেপে নেওয়ার বুদ্ধিতে মাপবার চেষ্টা করি তাই মায়া। মায়া থেকে আমাদের কারো নিষ্কৃতি নাই যতকাল পর্য্যন্ত না আমরা নিজেকে স্বরূপ উপলব্ধির পথে চালিত না করব ততকাল পুনরায় মায়া আমাদের tantalize করবে, তার chasting rod দ্বারা আমাদের chastize করবে। সত্ত্ব, রজ, তমো গুণের দ্বারা বেঁধে রাখবে এর থেকে কারো নিস্তার নেই। নিস্তার হবে তখন, যখন আমরা মায়ার দাসত্ব না করে মায়ার কথা অনুভব করবার চেষ্টা করে শ্রীভগবদ্পাদপদ্মের দিকে মুখ ফিরাব। সেইজন্য আমাদের সাযুজ্য মুক্তি আর ব্রহ্মতে মিলিয়ে যাওয়া এসব কথা শাস্ত্রে আছে কিন্তু এগুলো ভক্তদের কোনও কাজের কথা নয়। তত্ত্বকথা আমাদের এই, মায়া হচ্ছেন কারাকর্ত্রী।

''সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥''
''ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥''
(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।১৬, ১)

সর্বকারণের কারণ যে শ্রীগৌরসুন্দর সেটা উপলব্ধি হলেও আমরা জীবনে পালন করতে পারি না। সেজন্য **মায়াদেবী আমাদের Chastize করে মানে শাসন করে কিন্তু মেরে ফেলে না, rectified করে আমাদের মধ্যে যারা ভগবানের দিকে মুখ ফিরিয়েছে মায়াদেবী তাদের সাহায্য করে তাকে পূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে তবে তাকে ছাড়ে।** যেমন রাজার রাজ্যে জেলখানা থাকে কয়েদিদের শাসন করবার জন্য, শোধন করবার জন্য, Rectify করবার জন্য কিন্তু মেরে ফেলবার জন্য নয়। জেলখানায় যেমন সবকিছু সুবিধা আছে ডাক্তার আছে সব আছে আবার কাজও করতে হয়, কিন্তু সঙ্গতির অভাবহেতু মায়া তাকে rectify করে না। **তেমনি আমরা গৌরসুন্দরের শিক্ষাদীক্ষা শ্যামসুন্দরের প্রতি আমাদের প্রিয়তা এসব রস প্রায় ভুলে যাওয়াতে মায়াদেবী সংসারে খাঁচার মধ্যে পুরে দিয়েছে। যখন জীব নিজের স্বরূপ অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হবে তখন ভগবানের পাদপদ্মে সে সেবা লাভ করবে।** এখানে শ্রীপ্রপন্ন

আশ্রম নামে যে মঠটা আছে, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন প্রকট লীলা করছিলেন তখন তিনি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলেন। প্রপন্ন আশ্রমে দুইজন বৈকুণ্ঠ পুরুষ—শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবানের কৃপা বিতরণ করবার জন্য এসেছিলেন। ভগবানের মহান মহান করুণার ভান্ডার তাঁরা। তখনকার দিনে এখানে আমবাগান ছিল, শ্মশান ছিল তাই এখানে তাঁরা একাদশীতে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা শ্রবণ করে নৃত্য কীর্ত্তন করেছিলেন। 'নিতাই কি নাম এনেছে রে—হরে কৃষ্ণ হরে'—এই কীর্ত্তনাটি শ্রীলজগন্নাথদাস বাবাজীকে শুনিয়েছিলেন শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর। প্রপন্ন আশ্রমটা প্রপন্নদের জন্য করে দিয়ে গিয়েছেন। **'প্রপন্ন' মানে যারা প্রকৃতভাবে ভগবানের চরণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা এখান থেকেই ভজন শিক্ষা করে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করবেন, এই তাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন যে, কীর্ত্তন শুনলে সকলের মনে যে অজ্ঞানতার ঘোর আছে সে অজ্ঞতা দূর করে বিজ্ঞতার অনুভব দেবে।**

আজ আমরা এখানে বসে গৌরকথা শুনবার সুযোগ পাই, বসে ভগবানের প্রসাদ পাই, ভগবানের যাত্রা মহোৎসব করবার সুযোগ পাই এসবই দুই গুরুদেবের কৃপায়। পরবর্তীকালে গোস্বামীগণ এস্থানকে মিশনের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে গেছেন। **ভগবানের দয়ার সমান কোনো জিনিস আর নাই**। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর তিনি আত্মভোলা জীবকে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জগতময় ঘুরে বেরিয়েছেন। ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছেন। এই জ্ঞানের সন্ধান যারা পেয়েছেন তাঁরা এখানকার মধুমক্ষিকার মতো লুব্ধ হয়ে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। মধুমক্ষিকা যেরকম মধু ছেড়ে অন্য দিকে দেখেনা। ইক্ষুদন্ড সেও মিষ্টি কিন্তু মধু-মক্ষিকাগণ যেরকম তার থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে না সেরকম আমাদের ভগবানকে লাভ করবার যতকিছু উপায় আছে তার মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধন করা সহজ সাধ্য নয় দেখে মহাপ্রভু ভক্তিকে হৃদয়ের জ্ঞান স্বরূপ করে গিয়েছেন।

''ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ, 'ভক্তি-যোগ ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।৭২)

এই যে ভগবানের শক্তিতে ভক্তিযোগ এটা অক্ষয় অব্যয়। ভক্তিযোগ মানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের দিকে সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য সর্বোত্তম উপায় আবিষ্কার করে গিয়েছেন। আমাদের যদি একটু প্রাণখুলে ভক্তিযোগের কথা আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ভক্তির স্বরূপ। এই বস্তুটার জন্ম হয় কিভাবে? ''ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।''—এর জন্য খুব বিদ্বান হওয়ার দরকার নাই, ভগবানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করলেই ভক্তিযোগ হয়। ভগবান আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই আমরা বলতে পারি। ''কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।'' অজ্ঞানতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে গিয়ে জীব বিজ্ঞানের রাস্তায় চলতে শেখে।

''জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥''

(ভাঃ ২।৯।৩০)

**ভগবান জ্ঞানযোগও রেখেছেন, ভক্তিযোগও রেখেছেন আর পরমাত্মা যোগ সেসবও রেখেছেন কিন্তু আমরা সবসময় ভক্তিযোগের দ্বারা quickest পৌঁছতে পারি। ভগবান জগতে এইসব জিনিস খোলা রেখেছেন কারণ জীবের স্বতন্ত্রতায় তিনি হস্তক্ষেপ না করে নিজেকে দেওয়ার রাস্তাটা নিজেই আবিষ্কার করে রেখে গিয়েছেন।**

''ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রনিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদ্‌পাশ্রয়াম্ ॥''

(ভাঃ ১।৭।৪)

'ভক্তিস্তু ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে' ভক্তি ভক্তসঙ্গের দ্বারা জাত হয়। 'যদি করবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর, ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা দূরে পরিহর''—এইরূপ কত কথা আছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে। কৃষ্ণনামই এ জগত থেকে উদ্ধারের উপায়। ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র সব ফল দিতে পারে। সেজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তিযোগের উপর emphasize করেছেন, তা তিনি কি জ্ঞান কর্মকান্ডের কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই। জ্ঞান, কর্ম কান্ড কি? শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলেছেন—

''জ্ঞানকান্ড কর্মকান্ড কেবল বিষের ভান্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

(শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্লোক সংখ্যা ৮৮)

সেজন্য আমরা মহতের বাক্যের দ্বারা যদি নিজেকে দেখতে শিখি, জগতকে দেখতে শিখি আর ভগবানকে দেখতে শিখি তাহলে এটা সহজ হয়। **প্রপন্ন আশ্রমের**

**ভক্তগণ চিরন্তণ সরল সহজ অনাবিল ধর্ম ভক্তিযোগ সেই ভক্তিযোগের সাধন করবার জন্য এখানে বসবাস করেন** এবং এই জীবন আদর্শে যারা লুব্ধ হবেন যারা আকৃষ্ট হবেন সংসারে তাদের বিকর্ষণ হবে। সংসার থেকে পেরিয়ে গিয়ে তারা ভক্তি করতে শিখবেন। জীবের অনাদিবহির্মুখতা হেতু তার বদ্ধদশা বা বন্ধনদশা এসেছে। অনাদিবর্হির্মুখ হয়ে যদ্দিন আমরা স্বতন্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াব ততকাল পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধন দশা থাকবে এবং ততকাল পর্যন্ত মায়ার Chasting rod আমাদের পিটাবে। কিন্তু chastize করবার পূর্বে যদি আমরা তাৎপর্য্যগুলো বুঝতে শিখি তাহলে কোনও অসুবিধা নাই, আমরা এসমস্ত পেরিয়ে যেতে পারি। ভগবান ভক্তগণের মনোভিরমনকারী, ভক্তপ্রিয় শ্রীমহাপ্রভু। আমরা ধীরে ধীরে যদি কথাগুলো শুনতে শিখি তাহলে গুরু তিনি হৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে বাইরে মহান্তগুরুরূপে থেকে জীবকে দুই গুরুর সঙ্গ দিয়ে তাকে অমল ভক্তি দান করবার ব্যবস্থা করেন। এগুলো একটা বিরাট কথা নয় আবার কষ্টকরও নয়।

''কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং''—ধ্যান, তপ এসব জিনিস সত্যযুগে ছিল। সত্যযুগের লোক বহুদিন বাঁচত, মজ্জাগত প্রাণ ছিল তাদের পক্ষে ধ্যান করা সম্ভব ছিল। ধ্যান, ধ্যাতা ধ্যেয় এরা সব বৈকুণ্ঠময় ভূমিকায় কাজ করছে।

''কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ-তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥''

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

কলিযুগে সেই জিনিসই পাওয়া যাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ায়, হরি সংকীর্ত্তন করে। হরিসংকীর্ত্তন কি? হরিসংকীর্ত্তন হচ্ছে ভগবানের আরাধনা বিধি এবং

''সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৯)

—যাদের এই কথায় বিশ্বাস নাই তারা কলির দ্বারা হত হয়েছে কিন্তু 'কলির দ্বারা হত' বললে তো হবে না, কলির থেকে উত্তম জিনিস গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥''

(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

''চেতোদর্পণমার্জনং.....' সাধন ভক্তির কথা।

''ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিনী চ সা ॥''

(ভঃ রঃ সিঃ)

এটা ভাগবতাদি শাস্ত্রে আছে কিন্তু মহাপ্রভু সুন্দর ভাবে বললেন 'চেতোদর্পণমার্জনং.....' সাধনভক্তিকে কৃষ্ণের দিকে করিয়ে দিতে শিখলেই চেতোদর্পণ মার্জিত হয়। 'ভবমহাদাবাগ্নি'—যা কম বেশী সবাইকে touch করছে, কষ্ট দিচ্ছে তার থেকে রক্ষা পেতে পারে, 'শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকাবিতরণম্'—সমুদ্রের সৌন্দর্য্যের মত স্নিগ্ধ, সুখকর। এইযে সমুদ্রের উপর জ্যোৎস্না পড়লো যেমন খুব সুন্দর লাগে সেইরকম আত্মার প্রফুল্লতার আগেই অবিদ্যা চলে গিয়ে বিদ্যাবধুর উদ্গম হয় এবং তার ভক্ত জীবন লাভ হয়। 'সর্বাত্মস্নপনং'—সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলোকে অমৃতে সিঞ্চন করে ঠান্ডা করা হয়। মহাপ্রভু 'পরংবিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্, বলেছেন বলে সেজন্য তাঁর ভক্তগণ সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করেই জীবের অনাদি বহির্মুখতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছে। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর এসে সংকীর্তনকে Generalized করে দিয়ে গেলেন। তাই বললেন—'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন।' সেই কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের অমোঘ আকর্ষনের মধ্যে যারা পড়বে তারা অবশ্যই উদ্ধার হবে, চেতোদর্পণ মার্জন হয়ে যাবে। চেতোদর্পণের উপরে যে সমস্ত ধূলি, ময়লা, গ্লানি জমে আছে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমরা এই সহজ উপায়কে গ্রহণ না করে যদি অন্য কোন প্রকার চিন্তা করি তাহলে কস্মিনকালেও আমাদের উদ্ধার লাভ সম্ভব হবে না। এই কলিকাল, কলিযুগ এবং কলিযুগের সাধনও তেমনি সহজ কিন্তু আমরা এই সহজ রাস্তায় না হেঁটে যতই আঁকা বাঁকা রাস্তায় যাব মনোধর্মের দ্বারা entangled হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ব। **মনোধর্মের দ্বারা শুধু কল্পনার রাজ্যে চলতে পারি বাস্তবতার কোন স্বাদ নাই**। আমরা এদেশে জন্মেছি কিন্তু জন্মাবার ফল যে ভক্তিলাভ করা সেটা কেউ চিন্তা করছে না। অন্য দেশের লোক তারা এখানে এসে আমাদের সার সার জিনিসগুলোকে নিয়ে চলে যাচ্ছে জীবন দিয়ে আর আমরা সেখানে পিছিয়ে পড়ছি সেজন্য আমাদের উপনিষদ সবসময় বলছে—

''উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥'' (কঠ ১।৩।১৪)

আমাদের শ্রোতব্য বিষয় কি? শ্রোতব্য সার কি? ভগবানের কথা শ্রবণ, মনন, কীর্তন এই হচ্ছে শ্রবণ কীর্তনের সার। আমরা এখানে এসে যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকি তাহলে আমাদের মঙ্গল অবশ্যই হবে। আজকে বেলা হয়ে গেছে যারা কথা শুনতে আসেন বা কথা শুনতে চান আমরা সবসময় বলে থাকি। আমরা খুব খুশি হই যে আপনারা ভগবানের কথা শুনতে এসেছেন। কোনও জগতের আবিষ্কারের কথা, পরমাণুর কথা, পলিটিকসের কথা তাঁরা বলেনা কেবল ভগবানের কথা শোনার জন্যই যাদের জীবনটা ঠিক হয়ে আছে। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলছেন—

''সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥'' (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

আমাদের যদি কিছুই না থাকে, শ্রদ্ধাও না থাকে তবে সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাদের সুখ থেকে তাদের মোহনীয় কৃষ্ণকথা শুনবার যদি সুযোগ লাভ হয় তাহলে 'সতাং প্রসঙ্গান্মম ..... রসায়ণাঃ কথা''। সেই কথার মাহাত্ম্য কি? হৃৎকর্ণমনকে রসায়িত করবে যে কোন অস্ত্র নাই কোন ওষুধ নাই কোন কৃত্য নাই কেবল প্রসঙ্গ সাধুসঙ্গে এসে যদি আমরা করতে শিখি তাহলে তাদের অদ্ভুতভাবে পরিবর্তন হয়। হৃৎকর্ণমনকে রসায়িত করতে পারে আনন্দ দিতে পারে শুধু ভগবদ্‌কথা। একটা বৎসলা মা তার ছেলেকে হারিয়েছে কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবে? কেবল ভগবানের কথা শোনানো ছাড়া আর কোনও কথা নাই। সেরকম যত বিপদ থাকুক না কেন, আমাদের ভিতরে সার্থকতায় ভরে দিবে যদি আমরা ভগবানের কথা সাধুমুখ থেকে শ্রবণ করবার সুযোগ পাই। সেই কথার সেবনের দ্বারা 'আশু অপবর্গবর্ত্মানি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি'' অনুক্রমে সব ধীরে ধীরে লাভ হয়। যাদের জীবনে পরিবর্তন হয়েছে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সাধুসঙ্গে হরিকথা শোনার ফলেই হয়েছে। কারণটা কি? না,—সাধুসঙ্গ। ❑

# আপনাদের কথা আর আমাদের ব্যথা

**ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন**

আপনারা বলেন মানুষ সত্য, তার উপরে আর কেউ নাই। মানুষই স্রষ্টা এবং মানুষই ভোক্তা। প্রকৃতির সব কিছু মানুষের ভোগের জন্য। খাওয়া-পরা-থাকা—এই নিয়ে মানবের জীবন। বাকি সব কল্পনা প্রসূত। মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই। তাই যতদিন বাঁচব যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন ও ভোগ বিলাস নিয়ে থাকব। চার্বাকপন্থী আমরা, আমাদের সিদ্ধান্ত—'যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ্, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন। এটাই সঠিক এবং বাস্তব সত্য। আমরা বলি ঈশ্বর সত্য, তিনি সব কিছুরই স্রষ্টা। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছুই তাঁর ইচ্ছাতে চলছে। তাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি ও তাঁর ইচ্ছাতে লয়। তিনি একমাত্র ভোক্তা। সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র প্রাণী জগৎ এবং মানব পর্যন্ত সকলেই তাঁর ভোগ্য। তিনি একমাত্র সেব্য আর আমরা তাঁর সেবক, তাঁর সন্তান। বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের এই দর্শন। এই দর্শনেই প্রকৃত শান্তি। আমরা সেই ভক্তি পথের পথিক। ভক্তির পথ সরল ও মঙ্গলকর পথ। ভক্তি ব্যতীত মানবের চরম শান্তি লাভের উপায় নাই। ভক্তিতেই পরম সুখ। এই জ্ঞানের অভাবই আমাদের সকল দুঃখের মূল। এই পরম সত্য আপনারা বুঝলেন না এটাই আমাদের ব্যথা।

আপনি মানুষ, শ্রেষ্ঠ জীব। চেতনতার বিকাশে অন্যান্য জীব হতে আপনি অনের ঊর্দ্ধে। আপনার ঊর্দ্ধেও অনেক মানুষ রয়েছে, যারা আপনার থেকে ধনে, বিদ্যায়, গবেষণায় বা কর্ম নৈপুণ্যে অনেক এগিয়ে। তার উপরে অতি মানব বা দেবতুল্য মানবও রয়েছে। তথাপি আমরা সকলে উন্নত জীব এবং সভ্য জগতের মানুষ। বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের জীবন আজ বাহ্যত কত সুন্দর। যাতায়াত সুবিধা, চিকিৎসার সুবিধা, খাওয়া-পরার সুবিধা আজকের দিনে আমরা অনেক বেশী পাচ্ছি। কিন্তু বিচার করে দেখলে আজ চারিদিকে দুঃখ আর অশান্তি। আমাদের ধন রয়েছে ধনের অভাব মেটেনি, জ্ঞান রয়েছে অজ্ঞানতা কাটেনি, বুদ্ধি রয়েছে তার সদুপযোগ নাই। সমস্যা একটা যায় আরও

কয়েকটা এসে দাঁড়ায়। চতুর্দিকে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্যের ছড়াছড়ি। পরস্পরের সম্প্রীতি খোক্‌লা হয়ে যাচ্ছে। সততা ধীরে ধীরে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি বা এর সমাধান কোথায়? আমরা বলি এই সব সমস্যার কারণ একটাই। পরম সত্যকে ভুলে যাওয়া, তাঁকে বাদ দিয়ে চলা। আপনারা সেই সত্য কথাটা বুঝলেন না তাই আমাদের ব্যথা।

আপনারা পার্থিব জ্ঞান অর্জন করেছেন। স্কুল, কলেজ, ইউনির্ভাসিটির তত্ত্বধানে জ্ঞানের সুষ্ঠতা, পূর্ণতা ও সফলতা পেয়েছেন বলে মনে করেন। সভ্যতার আলোকে নিজেদের গর্ব অনুভব করেন। মানুষকে, সমাজকে, পৃথিবীকে আপনারা ভালবাসেন। স্ত্রী-পুত্র-বাড়ী-গাড়ীর প্রতি আসক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। এই পৃথিবীর জল, বায়ু, আকাশ, গাছপালা, নদ-নদী নিজের ভোগ্য বলে মনে করেন। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা—এই আপনাদের সিদ্ধান্ত। এটাই জীবনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বলে মনে করেন। আমরা বলি ভগবানকে বাদ দিয়ে আপনাদের ঐ সকল চেষ্ঠা ব্যর্থ। এর ঊর্দ্ধেও কিছু রয়েছে যার সন্ধান আমাদের কাছে রয়েছে। বৈদিক ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিগণ সেই সন্ধান দিয়ে গেছেন। যা নিয়ে আমরা মজে রয়েছি। এটাই চরম ও পরম প্রয়োজন বলে মহাজনগণের মত। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ তারস্বরে এ কথার কীর্ত্তন করেছেন। আপনারা সে সবের মধ্যে প্রবেশ করলেন না। ভোগবাদের গড্ডালিকায় ভেসে চলেছেন তাই আমাদের ব্যথা।

আমরাও মানব জন্ম পেয়ে সংসারের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে আপনাদের ভূমিকা থেকে আলাদা হয়েছি। ঈশ্বর বিশ্বাস, তাঁর শরণাগতি, তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করে বেঁচে রয়েছি। এ কথায় বিন্দুমাত্র ভুল নাই যে কোনও এক মহাজনের সংস্পর্শে এসে আমাদের এই পরিবর্ত্তন। ভক্তির আলোকে আজ আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়েছে। চরম সত্য কি তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। আজ আমরা যে কথা বলছি বা লিখছি আপনাদের কথার থেকে তার সম্পূর্ণ ভিন্নত্ব, সত্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কারণ তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণের সঙ্গ প্রভাবে, তাঁদের বাণীর আলোকে অনুভব থেকে আমরা এগুলো পেয়েছি। যাঁর দ্বারা আপনাদের বিচারের হেয়ত্ব, অসারত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। আপনারা যা বলছেন, যা করছেন বা যার মধ্যে মজে রয়েছেন তা দেখে আমাদের দুঃখ হয়। আনন্দময় ভগবানকে বাদ দিয়ে আনন্দ চর্চা হয় না। এটি চরম মুর্খতা। মহাজনের সঙ্গ না হলে এই সব কথার গভীরতা বা সূক্ষ্মতা বোধগম্য হয় না। আপনারা সেই সাধুসঙ্গের মহিমা বুঝলেন না তাই আমাদের ব্যথা।

সেই অতিমর্ত্ত্য সাধু পুরুষ বা মহাজন আজও পৃথিবীতে আছেন। তাঁরা এই জগতে আসেন, থাকেন, আমাদের মতো চেহারায় ঘুরে বেড়ান। তাঁরা একজন যান, আরেকজনকে পাঠান। রূপের বা চেহারায় তাঁদের মধ্যে পরিবর্ত্তন থাকলেও তাঁদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত দিব্য জ্ঞানের কোন পরিবর্ত্তন নাই। ঐ জ্ঞান অপ্রাকৃত এবং অহৈতুকী। সৃষ্টির আদিতে ভগবৎ প্রদত্ত ঐ জ্ঞান বেদ-উপনিষদ পুরাণের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। পরম্পরায় আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সুকৃতিলব্ধ জীব কেবলমাত্র সাধুসঙ্গের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। যে পথে ঐ জ্ঞান ধরা পড়ে সেই পথ শ্রৌতপথ বা শাস্ত্রের ভাষায় শ্রৌতপন্থা। এই জ্ঞান নিজের চেষ্ঠায় বা জাগতিক পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গ বা তাঁর কৃপায় এসে থাকে। কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তজনের মাধ্যমে আমরা ঐরূপ অপ্রাকৃত ও অহৈতুকী জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ লাভ করে ধন্য হয়েছি। আপনাদের কাছে সেই সত্যের কথা বলছি—আপনারা আসুন, এসব কথা শুনুন, পড়ুন এবং গভীরভাবে বিচার করে দেখুন। আপনারা তা করছেন না সেটাই আমাদের ব্যথা।

আপনারা বলেন মানব সেবাই ধর্ম, এর উপরে আর কোন ধর্ম নাই। রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী শরীরের সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি, রোগ-নিবৃত্তির চেষ্টাই শ্রেষ্ঠ সেবা। দেহ-মনের তৃপ্তিই শ্রেষ্ঠ সুখ। আর শাস্ত্র বলেন মানব শরীর অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। অন্যান্য পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ আদি যোনি ভ্রমণ করে ক্রমোন্নতি পন্থায় মানব শরীর লাভ হয়েছে। এর উপরে মহামানব বা দেব শরীর, সাধক শরীর, ভক্ত শরীর বা সিদ্ধ চিন্ময় শরীর রয়েছে। চেতনতার বিকাশে মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ হলেও তার উপরে শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম জীবন রয়েছে। মানব সেবা মানবের একটি সাধারণ ধর্ম। সেটি মানবতার লক্ষণ মাত্র। সামাজিক কর্ত্তব্যের মধ্যে সেটা পড়ে। কিন্তু পরধর্ম তাঁর ঊর্দ্ধে। সেই পরধর্ম ভগবানকে ভালবাসা ও তাঁর ইচ্ছাধীন হয়ে কর্ম করা, তাঁকে ভক্তি করা। তাঁর সম্বন্ধহীন জীবন ব্যর্থ এবং দুঃখময়। তাঁর সেবা বাদ দিয়ে সমাজসেবা বা মানবসেবা হয় না। এই পরম সত্যের কথা আপনারা মানেন না বলে আমাদের দুঃখ, আমাদের ব্যথা। আসুন আমাদের কাছে ভগবৎ ভক্তির আনন্দ, ভগবৎ সেবার আনন্দ একটু স্পর্শ করে নিজের জীবনকে ধন্য করুন।❑

# শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

**বক্তাঃ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন**

**সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, ব্রহ্মচারী (কলকাতা)**

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

**তৃতীয় দিবস—বিকাল**

শ্রীচৈতন্যাভক্ত নিন্দা শীর্ষক শ্লোকে, যারা চৈতন্যদেবের ভজন করেন না বা যাদের চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নেই তাদের নিন্দামূলে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের তথা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশংসা করে বলেছেন—

''পাষাণঃ—পরিষেচিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গুলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবম্।
হন্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমহো ধার্য্যং বির্ধোমন্ডলং
সর্ব্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ ॥''

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-৩৩)

পাষাণে জল সিঞ্চন এমনকি যদি অমৃত সিঞ্চন করা যায় তাহলে কি বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব? না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশৌনক ঋষি ব্যতিরেকভাবে বলছিলেন—

''তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥'' (ভাঃ ২।৩।২৪)

যার হৃদয় অপরাধের ফলে পাষাণ হয়েছে সে হরিনাম গ্রহণ করলেও প্রেমের যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার অশ্রু, কম্প, স্বেদাদি তার মধ্যে আসতে পারে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় এমন কোন পাষাণ হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর ভাব উৎপন্ন হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত স্বয়ং শ্রীসার্বভৌম পন্ডিত যিনি বৈদান্তিক পন্ডিত ছিলেন মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তখন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী 'শ্রীজগন্নাথ' দর্শনে গিয়েছিলেন। নবীন সুন্দর সন্ন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় দেখে তিনি তার নিজজনদের নিয়ে উঠিয়ে আনলেন নিজের বাড়ীতে ও শ্রীসেবা শুশ্রুষা করলেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য বললেন—

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তুমি বড় ভাগ্যবান, ইনি মানুষ নন, ইনি ভগবান। শ্রীসার্বভৌম পুঁথি ঘেঁটে বললেন না, কলিযুগে কোন অবতার নেই। কোন্ শাস্ত্রের প্রমাণে তুমি একে ভগবান বলতে পারো? শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য বললেন—দেখব যেদিন তোমার প্রতি তাঁর কৃপা হয়, তুমি ভগবান বল কি না সেটাও শুনব। মহাপ্রভু চেতনতা লাভ করলে শ্রীসার্বভৌমের তাঁর প্রতি দয়া হলো। তিনি বললেন মহাপ্রভুকে 'তোমার সুন্দর রূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্ভুত নাম, কিন্তু এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তুমি ভুল করেছ।' মহাপ্রভু বললেন চিত্তের বিক্ষেপে নিয়েছি, আপনি আমার সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করুন। শ্রীসার্বভৌম পন্ডিত অনেক বেদান্ত চর্চা করালেন, 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে' এই শ্লোকের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা মহাপ্রভু সার্বভৌমের কাছ থেকে শুনলেন, চুপ করে রইলেন। তারপর মহাপ্রভু সার্বভৌমের ব্যাখ্যার অর্থ স্পর্শ না করে আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। শ্রীসার্বভৌম পন্ডিত চমৎকৃত হলেন, ভাবলেন তিনি বৈদান্তিক পন্ডিত আর এই চব্বিশ বছরের বালক যা শোনালেন তার বিরোধ করবার উপায় নেই তা রসে ভরা। শুধু ব্যাখ্যার দ্বারা নয়, মহাপ্রভুর অমৃতময় দৃষ্টি, বানী, স্পর্শে তিনি বিগলিত হলেন। মহাপ্রভু তাকে নিজরূপ দেখিয়ে কৃপা করলেন। তখন সার্বভৌম বলছেন—

''তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিন্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচন্ড' ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২১৪)

এই অবতারে মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম পন্ডিতের বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিয়ে তার হৃদয়কে কৃষ্ণ প্রেমামৃতে দ্রবীভূত করেছিলেন। তাকে কীর্ত্তনে নাচিয়েছিলেন, বাসীমুখে প্রসাদ খাইয়েছিলেন।

'লাঙ্গুলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জবম্' — কুকুরের লেজকে যতই সোজা করবার চেষ্টা করা হোক না কেন সরলতা প্রাপ্ত হতে পারে না। শ্রী মদ্ভাগবতে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কুকুরের লেজের সঙ্গে। দেবতাগণ ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—

''অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।

বিনোপসর্পত্য পরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥'' (ভাঃ ৬।৯।২১)

ভগবান যা করেন আমার কাছে বিস্ময়পূর্ণ হলেও, আশ্চর্য্য হলেও, ভগবদ্ তত্ত্বেতে কোন আশ্চর্য্য নেই, তিনি এইরূপ একটি তত্ত্ব। তিনি নিজে পরিপূর্ণ কাম, সম এবং প্রশান্ত। এইরূপ একটি তত্ত্বকে যিনি ভজনা না করে সংসাররূপ সমুদ্রের ওপারে যেতে চান তিনি নিশ্চয়ই কুকুরের লেজ ধরে ভব সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, বৈদান্তিক পন্ডিত ছিলেন শ্রীব্রহ্মা চিন্তন করতেন। তাঁর পান্ডিত্য তর্ক ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা মহাপ্রভুর কৃপায় সোজা হয়েছিল। মহাপ্রভু যখন পুরী থেকে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন তখন সেই কাশীতে গিয়ে মনিকাঞ্চন ঘাটে, পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করলেন 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে দু'বাহু তুলে নাচলেন, ক্রন্দন করলেন, গড়াগড়ি দিলেন তারপর বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করতে লাগল। বাংলার এক সন্ন্যাসী শুধু কাঁদে, যিনি ব্রহ্ম চিন্তন করেন তার আবার ক্রন্দন কিসের? মহাপ্রভু বৃন্দাবন হয়ে আবার যখন কাশীতে ফিরে এলেন, এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সভায় মহাপ্রভুকে আমন্ত্রণ জানালেন। মহাপ্রভু স্বীকৃত হলেন এবং সেই সভার পাদধৌত স্থানে নিজের অঙ্গের শোভা বিচ্ছুরিত করে বসলেন। মহাপ্রভুর প্রকাশে সেই প্রকাশানন্দের হৃদয় আকৃষ্ট হলো, তিনি উচ্চ সিংহাসন থেকে নেমে এসে মহাপ্রভুকে ওঠালেন এবং কথোপকথনের মাধ্যমে বললেন যে তোমার নামটা খুব সুন্দর কিন্তু এতে অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছ এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম নাচা কাঁদা এটা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই। শ্রীমহাপ্রভু বললেন তিনি চিত্তের বিক্ষেপে গুরুর কাছে গিয়ে বললেন—''আমার মন যাতে সুন্দর ও পবিত্র হয় এমন ঔষধ দিন''। তখন—গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল শাসন।

''মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্ত অধিকার।
'কৃষ্ণ মন্ত্র' জপ সদা এই মন্ত্রসার ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭২)

মহাপ্রভু কৌশল করে বলছেন। আমি গুরু আজ্ঞায় 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ শুরু করলাম। যতই জপ করি ততই পাগল হয়ে যাই, চক্ষুধারাকে রুদ্ধ করতে পারি না। যখন আমি বিব্রত হলাম, গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম—

''কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮১)

গুরুদেব বললেন—

''কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)

''ভালো হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥''
'নাচ' গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্ব্বজন ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯১-৯২) *(ক্রমশঃ)*

# শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

**সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী, বীরভূম**

**২৩-০৪-১৭ রবিবার বীরচন্দ্রপুর**—বীরভূম জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবস্থান একচাকা গ্রাম।

''রাঢ় মাঝে 'একচক্রা'—নামে আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্'' ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৩৮)

পিতা হাড়াই পন্ডিত ও মাতা পদ্মাবতীর কোলে এই গ্রামে বহু বাল্যলীলা করেছেন দয়াল নিতাই ঠাকুর। আজ একদশী তিথি, বৈষ্ণবসঙ্গে সেই সব স্থান দর্শন করে ভক্তগণ অতিশয় আনন্দিত হন এবং দ্বিতীয় যোগপীঠ স্বরূপ এই ধামের ধূলি মস্তকে ধারণ করেন। সেখান থেকে রওনা হয়ে বেলা ১১.০০ টা নাগাদ বক্রেশ্বর পৌঁছায়।

**বক্রেশ্বর**—বীরভূম জেলার অন্তর্গত, বক্রেশ্বর মহাদেবের পীঠস্থান। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশ বৎসর শৈশব লীলা করে যখন সন্ন্যাসী সঙ্গে গৃহত্যাগ করে তীর্থ যাত্রা করলেন তখন প্রথম এই বক্রেশ্বরে এসেছিলেন তাঁর পাদপীঠ এখনও এখানে বর্তমান।

"প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১০৬)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই পথে এসেছিলেন।

"কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥
হেন বুঝি করি, প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সব রাঢ়ের সমাজ ॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ১।৯৪-৯৫)

শিবজীর শ্রীচরণে দন্ডবৎ প্রণামাদি করে, শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপীঠ দর্শন পরিক্রমা করা হয়, সেখান থেকে রওনা হয়ে বেলা ১.০০টা নাগাদ কেন্দু বিল্বগ্রাম পৌঁছায়।

**জয়দেব, কেন্দুবিল্বগ্রাম**—বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রাম কবি জয়দেবের শ্রীপাট, তাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় জয়দেব।

শ্রীমন্দিরের নিকটেই অজয় নদীর তীরে ভক্তি নিবাস এ পরিক্রমা পার্টির থাকবার ব্যাবস্থা হয়। বিকাল ৪টায় শ্রীজয়দেব সেবিত শ্রীরাধামাধবজীউর দর্শনে যাওয়া হয়। এই জয়দেবই শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা। এই স্থানে তাঁর অনেক অলৌকিক লীলার নিদর্শন আছে।

**২৪-০৪-১৭**—পরিক্রমাপাটি সকাল ৭টায় প্রসাদ পেয়ে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং ১০টার মধ্যে বিষ্ণুপর পৌঁছালে বাসস্ট্যান্ডে বাস পার্ক করে ১০টি টাটা সুমো ভাড়া করে বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করা হয়।

**বিষ্ণুপুর**—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী গ্রন্থাবলী নিয়ে গৌরদেশে আগমন করছিলেন তখন এই বনবিষ্ণুপুরে রাজ বীরহাম্বীরের অনুচরগণ সেই অমূল্য গ্রন্থাবলী হরণ করেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রভাবে রাজ দরবার থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করেন এবং রাজা বীরহাম্বীর তাঁর চরণাশ্রয় করে পরম বিষ্ণুভক্ত হন। তখন ভক্তরাজা তাঁর রাজত্বের অর্ধেক শ্রীগুরুদেবকে দান করেন এবং বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীশ্রীমদন মোহন, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ অদ্যাবধি বিশেষ সাড়ম্বরে সেবিত হচ্ছেন এবং এই সব বিগ্রহ এখানে অনেক অলৌকিক লীলাদি করে ভক্তদের পালন করেছেন তার প্রমান আজও বর্তমান। এসব স্থান দর্শন ও পরিক্রমাদি করে দুপুর ২টা নাগাদ রাস্তায় প্রসাদ পেয়ে বাসযোগে কেশিয়াকোল শ্রীনিবাস গৌড়ীয়মঠে পৌঁছায় বিকাল ৪টায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পদাঙ্কপুত এই সব স্থান। বিকাল ৫টা থেকে এই মঠে ধর্মসভার আয়োজন হয়। সেখানে অন্যান্য গৌড়ীয় মঠের অনেক মহারাজ উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই ভাগবত ধর্মের তাৎপর্য্য এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করে ভক্তগণ উল্লসিত হন।

**২৫-০৪-১৭ মঙ্গলবার—গড়বেতা**—সকাল ৭টায় প্রসাদ পেয়ে হরিসংকীর্ত্তন যোগে বাস চলতে থাকে এবং বেলা ৯টায় গড়বেতা পৌঁছায়। গড়বেতা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীসদাশিব কবিরাজের পৌত্র ঠাকুর কানাইএর লীলাভূমি। এখানে ভজন কালে তিনি অনেক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। এক মৃত ব্রাহ্মন কুমারের প্রান দান করে তাকে শিষ্য করেন তার নাম হয় রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্রের বংশধরগণ বর্তমানে শ্রীপাটের গোস্বামী। এখনও এখানে ঠাকুর কানাইর ব্যবহৃত যষ্ঠি এবং খুন্তি সুরক্ষিত আছে। এখানে দন্ডবৎ প্রণামাদি ও মহিমা কীর্ত্তন শ্রবন করে বাসে উঠলে বাস গোপীবল্লভপুরের পথে চলতে থাকে। পথিমধ্যে ভক্তদের দুপুরের প্রসাদ দেওয়া হয় এবং একটু বিশ্রাম করে ধারেন্দা বাহাদুরপুর যাওয়া হয়।

**ধারেন্দা বাহাদুরপুর**—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। শ্রী শ্যামানন্দ প্রভুর জন্মস্থান, এখানে শ্যামানন্দ প্রভুর মাতা শ্রীদারিকা দেবীর সমাধি মন্দিরে পরিক্রমা করে কিছুক্ষণ বৈঠকী কীর্ত্তন হয় (নাচিতে না জানি তমু) এবং শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অপূর্ব ভজনাদর্শের কথা বিস্তৃত বর্ণন করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জন্মভূমিতে ভূলণ্ঠিত দন্ডবৎ প্রণামাদি করে রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বাস গোপীবল্লভপুর পৌঁছায়। মন্দির নিকটে একটি ছোটো অতিথিশালায় এবং অনতিদূরে একটি স্কুলে যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

**২৬-০৪-১৭ বুধবার—গোপীবল্লভপুর**—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও তৎশিষ্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর লীলাভূমি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে শ্রীগোবিন্দদেবের

শ্রীমন্দির শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ, শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সেবিত শ্রীগোপীবল্লভ শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীমন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে সকলে আনন্দিত চিত্তে দন্ডবৎ প্রণাম আরতী করেন। শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর শিষ্যের বংশধরগণ এখানকার সেবা পরিচালনা করেন এবং তিনি সবিস্তারে এখানকার মহিমাকীর্ত্তন করেন। এখান দর্শনাদি করে সকাল ৮ টায় রওনা হয়ে পথে সুবর্ণরেখা নদী জল স্পর্শ ও প্রণাম করে বাসে উঠলে বাস এগিয়ে চলে তমলুকের পথে। এই সুবর্ণরেখা নদীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নান করেছিলেন সেই স্মৃতিচারণকরে ভক্তগণ অধিক উল্লাসিত হন।

**তমলুক**—বেলা ১১.৩০টা নাগাদ গাড়ি তমলুক বাসস্ট্যান্ড পৌঁছায়। সেখানকার স্থানীয় ভক্তগণ সাদর অভ্যর্থনা করে বৈষ্ণবগণকে মাল্যদান করেন এবং সেখান থেকে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করে ১ কি.মি. দূরে শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাটে পৌঁছায়। তমলুক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এখানে শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, তাঁর দুই দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ পুজিত হচ্ছেন। আরতী-কীর্ত্তন এর পর শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের লেখা কয়েকটি কীর্ত্তন করা হয়। পরে শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী অত্যাশ্চর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের প্রণয় কথা ব্যাখা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে গমন করলে গৌরগত প্রাণ শ্রীবাসুঘোষ ও তাঁর পত্নী বিরহে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং চোখে কাপড় বেঁধে মাটি খুঁড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হন। তখন বালকরূপী নিমাই তাঁদের কোলে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের প্রাণ বিসর্জ্জন থেকে বিরত করেন। সেই বিগ্রহই এই মন্দিরে অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন।

আজ আমাদের পরিক্রমার সমাপ্তি দিবস সকলের চিত্তে বিরহের ছাপ। বৈষ্ণব সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁর পার্ষদগণের লীলাভূমি দর্শন করতে করতে এবং অনুক্ষণ সেই সব প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে করতে কয়েকদিন কিভাবে সমস্ত পাপ তাপের থেকে দূরে থেকে আনন্দের সঙ্গে কেটে গেলো আজকের দিনে সেই কথা স্মরণ হতে থাকছে।

''বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ ॥''

কিন্তু এই বিরহের স্মৃতি যদি আমরা হৃদয়ে জাগ্রত রাখতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের গৌড়মন্ডল পরিক্রমার সার্থকতা। আর যদি কয়েকদিন পরে আবার বিষয় সুখে আনন্দ লাভ করি তাহলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবসঙ্গে যে সব কথা শ্রবণ করেছি সেগুলিকে হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করি নাই। মহাপ্রভু বিরহী হয়েই ভজনের মার্গ দেখিয়েছেন। বিরহের আনন্দ আছে সেই আনন্দ প্রাপ্তির জন্যই আমাদের অনুরূপ সাধন করা দরকার।

স্থানীয় ভক্তগণের ব্যবস্থাপনায় এখানে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হয়। দুপুরে প্রসাদ পেয়ে কিছু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিকাল ৪টা থেকে ধর্মসভা শুরু হয়।

শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের সমাধি পীঠ বকুলতলায় বসে তাঁর লেখা প্রার্থনাময়ী কীর্ত্তন করতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। ''গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ'' এই সব কীর্ত্তন বৈষ্ণবগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকলে এক অপূর্ব পরিবেশ সকলের চিত্তকে স্পর্শ করে। এদিনের সভায় সভাপতি পদে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ উপস্থিত থেকে ভক্তদের উৎসাহিত করেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ ভাগবত ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বলেন—মহাপ্রভু তাঁর প্রেমবন্যায় জগৎকে প্লাবিত করেছেন, এই তমলুক গ্রাম মহাপ্রভুর পদাঙ্কপুত স্থান এবং তাঁর পার্ষদবর্গের অপূর্ব ভজনাদর্শের প্রমাণ বহন করে চলেছে তথাপি এখানকার শিক্ষিত সমাজে কেন এই ধর্মের প্রভাব পড়ছে না? তাদেরকে আহ্বান জানান মহাপ্রভুর চরিত্র অনুশীলন করতে, অনুধাবন করতে।

পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হলে, প্রসাদ পেয়ে সকলে বাসে উঠে বসে বিরহ চিত্তে কেননা এখন আমাদের বাস রওনা হবে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের পথে যেখান থেকে আমাদের পরিক্রমা শুরু হয়েছিল। বাসের মধ্যে সংকীর্ত্তন করতে করতে রাত্রি ১২টা নাগাদ যাত্রীগণ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে এসে পৌঁছান এবং আমাদের পরিক্রমা সমাপ্তি হয়। ❑

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসবের বিবরণী

**শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা**

শ্রীশ্রী গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপাপ্রসাদে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহৎস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ১৪ থেকে ১৭ আগস্ট, ২০১৭ তিন দিন ব্যাপী অখিল মঙ্গলময় বাৎসরিক হরিস্মরণ মহোৎসব বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের মধ্যে পালিত হয়।

**শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অধিবাস দিবসে ধর্মসভার একটি দৃশ্য**

**৩০শে জুলাই, ২০১৭ রবিবার**—পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীগুন্ডিচা মার্জনোৎসব পালিত হয়। শ্রীগর্ভমন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের গৃহ, শ্রীমন্দিরের চতুর্দিক রন্ধনশালা এবং অন্যান্য নব নির্মিত অতিথিশালা, বৃদ্ধাবাস পরিষ্কার করা হয়।

**৩রা আগস্ট, বৃহস্পতিবার**—পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস এবং শ্রীশ্রী কৃষ্ণের ঝুলনোৎসব আরম্ভ। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে সকাল ১০টা হতে নাট্যমন্দিরে হরিসংকীর্ত্তন শুরু হয়। তৎপরে সেবাসচিব অপরসেবাসচিব ও সহসেবাসচিব মহোদয় মহোৎসবের প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন। ঐদিন বৈকালে বিচিত্র সজ্জায় শ্যামসুন্দর ও রাধাঠাকুরানীকে সজ্জিত করে সুসর্জ্জিত দোলনায় দোলানো হয়। চারদিন ব্যাপী এই ঝুলনোৎসব চলে।

**৭ই আগস্ট, সোমবার**—শ্রী বলদেব প্রভুর শুভবির্ভাব তিথি ও শ্রীঝুলনযাত্রার সমাপ্তি দিবস। শ্রী বলদেব প্রভু নিখিল চিদবলের মূলাধার, তাঁর মত বলীয়ান আর কেউ নেই। শ্রীবলদেবের কৃপা বিনা কৃষ্ণের কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না অভিন্ন বলদেব পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে বলদেবের অতিমর্ত্ত লীলার কথা কীর্ত্তন করেন সহ সেবাসচিব, অপরসেবাসচিব ও সেবাসচিব মহোদয়।

**১৪ই আগস্ট সোমবার**—শ্রীশ্রী কৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব। মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে কদলীবৃক্ষ স্থাপন, শ্রীবিগ্রহের সজ্জা, শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে আলপনা, প্যান্ডেল, আলোক মালার সজ্জা সবকিছু মিলে একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বহুদূর দূরান্ত হতে আগত সহস্র ভক্ত সজ্জন মন্ডলীর হৃদয়ভরা হরিধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ভোর ৪টা হতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, বৈঠকী কীর্ত্তন, মঙ্গল আরতি, পরিক্রমা আদি দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গ সমূহ পালিত হয়। বিকাল ৪টা থেকে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, মহাজন কীর্ত্তনাবলী শ্রীল গোস্বামী পাদের কীর্ত্তন চলতে থাকে। কীর্ত্তন, হরিধ্বনি উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিতে নাট্যমন্দির মুখরিত হয়ে ওঠে। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপার্শীবাদে ও সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় সন্ধ্যায় মহতী ধর্মসভার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিবকান্ত প্রসাদ, বাগবাজার এলাকার পৌরপিতা শ্রীবাপী ঘোষ, গৌড়ীয় মিশনের পরাবিদ্যা পীঠের অধ্যাপক শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মনোজ মালবৎ এ.ডি.জি (আই.পি.এস.) (অর্গানাইজেশন) ভবানী ভবন, নেওটিয়া নেওটিয়া গ্রুপ এর চেয়ারম্যান শ্রী হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, পূজা টিভি এবং ছাপতে ছাপতে পত্রিকার এডিটর শ্রীবিশ্বম্ভর নেওয়ার, সঙ্গম শাড়ী কেন্দ্রের ডিরেক্টর তথা সমাজসেবী শ্রী রাধাশ্যাম আচার্য্য, মিনু শাড়ী, ডিরেক্টর তথা সমাজসেবী শ্রীনির্মল কুমার

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভাতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দৃশ্যের একাংশ

**শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে ধর্মসভার একটি দৃশ্য**

আগরওয়াল, পরমভাগবত শ্রীপাদ কেশবানন্দ বন মহারাজ এবং পশ্চিবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী (সস্ত্রীক) শ্রীপ্রবোধ সিনহা মহাশয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব অসুস্থ লীলা হেতু তিনি তাঁর ভজনকুটীর হতে কৃপার্শীবাদ বর্ষন করেন। সভার প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন মিশনের সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ। তিনি ভাগবতের—

''এতে চাংশ-কলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'' ॥

শ্লোক অবলম্বনে শ্রী কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সমস্ত অবতারের অবতারী। অতঃপর সভার কার্য্য শুরু হয়। উপস্থিত অতিথিগণকে চন্দন, ব্যাজ, পুষ্পস্তবক ও মেমেন্টো দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। শ্রী হর্ষবর্দ্ধন নিওটিয়া, শ্রী বিশ্বম্ভর নেওয়ার, শ্রীরাধেশ্যাম সুলতানিয়া, শ্রী সঞ্জীব আচার্য্য শ্রী নির্মল কুমার আগরওয়াল সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ভক্তবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যা পীঠের অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন আমরা মানুষ, মানুষের চলার পথে ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব। আবার অনেকে বুঝতে অপারগ কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক। ভগবান তাঁর লীলার মাধ্যমে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা দেখিয়ে দেন। বিচারপতি শ্রী শিবকান্ত প্রসাদ বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন। নাম ও নামী এক। শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই আছেন। তিনি মানবমনে চেতনার সঞ্চার করবার জন্য এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এবং নাম প্রভুর প্রচার চেয়েছিলেন।

এই অঞ্চলের পৌরপিতা শ্রী বাপী ঘোষ মহাশয় গৌড়ীয়মিশন সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন—গৌড়ীয় মঠ একটা ঈশ্বর আরাধনার পবিত্র স্থান। যুগোপ্রয়োজনে পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভুর মিউজিয়ম তৈরী করছেন। এর ফলে চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম তাঁর প্রেম বিশ্বের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে যাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলে আবদ্ধ হবেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীল পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা ভিক্ষা করে বলেন—ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ আমরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হলেও আমরা আনন্দ চাই। নিরানন্দ বস্তু নিয়ে জড়িয়ে পড়লে আসুরিক শক্তির বিকাশ হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের শুকদেব গোস্বামী আবিষ্কার করে গেছেন মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম, বিশুদ্ধ সত্ত্বা আছে। গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মায়ার সংসার থেকে যাতে এই বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত

**শ্রীনন্দোৎসবের একটি দৃশ্য**

সংসারে এসে মানুষ শরণাগত হয়ে কীর্ত্তন সেবা, সব্জি আমান্য, সেবা পরিক্রমা, ইষ্ট গোষ্ঠীর মাধ্যমে যাতে আনন্দ লাভ করতে পারে তাই এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সভার অন্তিম লগ্নে বাগবাজারের কেশবানন্দ বন মহারাজ এবং পঃবঃ Parliament affairs সরকারের এর প্রাক্তন মন্ত্রী সস্ত্রীক শ্রীপ্রবোধ সিনহা মহাশয় উপস্থিত হন তাদের যথাযথ বরণ করা হয়।

অন্তে শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজের মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বার সভা বিশ্রাম লাভ করে।

**১৫ই আগস্ট মঙ্গলবার**—আমাদের বহুদিনের অপেক্ষিত আরাধ্যবস্তু শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি। এই মঙ্গলময় তিথিবরাকে কেন্দ্র করে ভোর সাড়ে তিনটা থেকে শ্রী চৈতন্য ভাগবত পাঠ, বৈঠকী কীর্ত্তন, মঙ্গলারতি, মন্দির পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আরতি অন্তে সকাল ৬টার সময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের আলেখ্য উত্তমরূপে সজ্জিত একটি গাড়ীতে পতাকা ও গৌড়ীয় মিশনের ব্যানার শোভিত হয়ে সহস্র ভক্ত মন্ডলীর এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন মুখে বের হয়। শোভাযাত্রাটি সংকীর্ত্তন মুখে মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার ষ্ট্রীট, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গা ঘাট পরিক্রমা করে এবং ভক্তকণ্ঠের সুমধুর শ্রীহরি সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে শোভাযাত্রা সকাল ৯।৪৫এ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এরপর সারাদিন ব্যাপী শ্রীগুরুবর্গের ভজন কুটির ও নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রী কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী গ্রন্থ পারায়ণ চলতে থাকে। সকাল ১০.৩০টা হতে শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী, শ্রীমাধবেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী আদি শ্রীকৃষ্ণ কথা পরিবেশন করেন। বেলা ২টা থেকে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রায় পাঁচশত ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্তব পাঠ হয়। শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করান।

সন্ধ্যা ৫টায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের কৃপার্শীবাদে মহতী ভাগবত ধর্মসভার অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী ধর্মসভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন ন্যায়াধীশ শ্রীশ্যামল কুমার সেন মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসাধন পান্ডে মহাশয় ছিলেন বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি প্রাক্তন মৎস্য মন্ত্রী শ্রীকিরণময় নন্দ মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ইনস্পেক্টর জেনারেল আই পি.এস শ্রী দুর্গা প্রসাদ টরিনিয়া, শ্যাম স্টীল ইন্ডাষ্ট্রির CMD তথা সমাজসেবী শ্রী শ্যামসুন্দর বেরিওয়ালা, ডোকানিয়া অ্যান্ড ডোকানিয়া সিকরিয়া গ্রুপ কোম্পানীর চেয়ারম্যান তথা সমাজসেবী শ্রী পবন সিকারিয়া, ডেল্টা ফ্যাব্রিকস প্রাঃ লিঃ এর ডায়রেক্টর তথা সমাজসেবী শ্রীরতন লাল আগরওয়াল, মহেন্দ্র দত্ত অ্যান্ড সনস্ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সমাজসেবী শ্রী সুভাশিষ দত্ত মহাশয়। অতিথি সকলকে চন্দন ব্যাজ পুষ্প স্তবক এবং মেমেন্টো দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়। সভার প্রারম্ভে বাগবাজার মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ অতিথিদের পরিচয় প্রদান করেন।

মিশনের সেবা সচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের চরণ কমল বন্দনা ও কৃপা ভিক্ষা করে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন—

‘‘কৃষ্ণের আরাধনা সকাম আরাধনা নয়। তিনি পুরুষোত্তম ও অবতারী। সামাজিক দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর অবতরণ অশুভ শক্তি নাশ করার জন্য। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম ভক্ত এবং যারা কৃষ্ণকে পরমপুরুষ

ভগবান বলে আরাধনা করেন, যারা শ্রী চৈতন্য দেবের পন্থায় চলেন তাদের দৃষ্টি অন্যরকম। তারা কৃষ্ণকে দেখেন বৃন্দাবন চন্দ্র গোপীজন বল্লভ রূপে। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্পর্কে বলেছেন—

''আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।'' গৌড়ীয়গণ বাহ্যিক ভাব নিয়ে কৃষ্ণ আরাধনা করে না। তাঁরা চৈতন্য পন্থাবলম্বী, শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ করেছেন এই বলে যে, ''কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই, শ্রী চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার পন্থা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর উচ্চারিত ''কৃষ্ণ নাম'' চোখে জল এনে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা শুদ্ধ ভক্তির আরাধনা। কীর্ত্তনের দ্বারা আরাধনা। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আজ থেকে ৯৯ বৎসর পূর্বে ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডে প্রথম গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছিলেন যাতে সকলে শুদ্ধ ভক্তির আরাধনা করতে পারেন।''

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের IPS অফিসার শ্রী দুর্গা প্রসাদ তারিনিয়া বলেন তিনি এই সাধুসঙ্গে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তিনি বলেন কৃষ্ণকে পাওয়া আমাদের চরম লক্ষ্য। জীবাত্মাকে অনুগ্রহ করার জন্য তাঁর অবতরণ। ভগবানের সেবা করলে আমরা শান্তি পাই। ভগবানকে জানলে আমরা আত্মমঙ্গল লাভ করতে পারি। ভগবানকে জানার জন্য পূর্ণ শরণাগতির দরকার।

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের স্বনামধন্য মন্ত্রী শ্রী সাধন পান্ডে মহাশয় বলেন—'ভারতবর্ষের ঐক্যের সূতো 'ধর্ম' আমাদের বেঁধে রাখে। শ্রী চৈতন্যদেব যা কিছু বলেছেন সমস্ত নিজে জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন। তিনি গৌড়ীয় মিশন প্রকাশিত ''ভাষা ভাগবৎ'' গ্রন্থের ২য় খন্ডের প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ঈশ্বর অনুরাগী শ্রী কিরণময় নন্দ মহাশয় বলেন—আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভদিন। তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করার জন্য এসেছেন। কারন সাধুসঙ্গে মন শুদ্ধ হয়। আত্মা শুদ্ধ হয়। ভগবান অজ। যে যেভাবে চায় তাকে সেভাবে শক্তি প্রদান করেন। গীতার শিক্ষা সার্বজনীন শিক্ষা। বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থাগারে গীতা রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। নাম আর নামীর কোনো পার্থক্য নেই। কৃষ্ণের নাম ভজনের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। আমাদের উদ্ধারের জন্য তিনি আসেন। রাধা কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ শ্রীমহাপ্রভু। নিজেকে ভালো রাখার জন্য শুদ্ধ রাখার জন্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি নিজের অন্তরের মধ্য স্থাপন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্যামল কুমার সেন মহাশয় বলেন—মানব কল্যাণে গৌড়ীয় মিশন নিয়োজিত। শ্রীচৈতন্যদেব অহিংস আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন। গৌড়ীয় মঠ ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর শতবর্ষ পূর্তি আগামী বৎসর এটা ঈশ্বরেরই কৃপা, তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না। বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করলে বিশ্বে শান্তি আসবে।

মহতী ভাগবত সভা অন্তে যথাবিধি শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীগুরুবর্গের আরতি ও সন্ধ্যারাত্রিক প্রচন্ড উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ১০টার সময় হতে ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভাব কীর্ত্তন শুরু হয়। প্রায় দু ঘন্টা ব্যাপী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের উদ্দন্ড নৃত্য কীর্ত্তনে সকল ভক্তদের হরিধ্বনির দ্বারা ও যশোদাদেবীর কোলকে আলোকিত করে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। যশোদা দুলালকে বহুপ্রকার সুস্বাদু ভোগ নিবেদন করা হয়। রাত্রে আরতি অন্তে প্রায় ২০০০ ভক্তমন্ডলীকে অনুকল্প দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

**পরদিন ১৬ই আগস্ট বুধবার**—সকাল ১০টা হতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় ও সুললিত কণ্ঠে 'স্বর্গে দুন্দুভি বাজে' ও শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ 'কোথা গেল নন্দ ঘোষ' ভক্তিবিনোদ গীতি মাধ্যমে দু ঘন্টা ব্যাপী নন্দোৎসব পালিত হয়। অন্তে মহামন্ত্রে সমগ্র সারস্বত সদন প্রতিটি ভক্ত উর্দ্ধবানু নৃত্য কীর্ত্তনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দুপুরে মধ্যাহ্ন আরতির পর ৩০০০ ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

## ভ্রম সংশোধন

**শ্রীভক্তিপত্র জুলাই, ২০১৭ সংখ্যার ''শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রী বিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসব'' প্রবন্ধের ১৬ পৃষ্ঠায় অন্তিম প্যারাগ্রাফে শ্রীপাদ নবীন মাধব দাসাধিকারী-র স্থলে শ্রীনবীন মাধব দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোহন দাসাধিকারী স্থলে শ্রীগজেন্দ্র মোহন দাস ব্রহ্মচারী পড়িতে হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।**

# আমলাজোড়া মঠ প্রতিষ্ঠার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসবে শ্রীভাগবত ধর্মসভা ও নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির।

**সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, আমলাজোড়া**

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসবে দুইদিন ব্যাপী শ্রীভাগবত ধর্মসভা ও যুব চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই আগস্ট, মঙ্গলবার সকাল ৭টায় এক বিশাল নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, সকাল ১০টায় বিশ্বশান্তি কল্পে শ্রীবিষ্ণু হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান, দুপুর ২টায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং বিকাল ৫টা-৭টা পর্যন্ত শ্রীভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভাগবত ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা অঞ্চলের মাননীয় বিধায়ক শ্রীসন্তোষ দেবরায়, সন্দীপ চক্রবর্ত্তী ( প্রধান শিক্ষক আমলাজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়), শ্রীকুলদ্বীপ সরকার (সদস্য, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত)। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন গৌবর্ধনবাসী শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ। ২০শে আগস্ট সকাল ১০-১টা পর্যন্ত শ্রীভাগবত ধর্মসভা, যুব চেতনা উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্গাপুর অঞ্চলের মাননীয় বিধায়ক শ্রীবিশ্বনাথ পাড়িয়াল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রী অতনু ভট্টাচার্য্য (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি), শ্রীপ্রভাত ভট্টাচার্য্য (পানাগড় Vehicle Defence এর Superintendent mechanical—, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত নিমি মহারাজ (গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি), শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, (গোদ্রুম), শ্রীউমা পাড়িয়াল (কাউন্সিলার), শ্রীপাদ ভক্তি স্বরূপ নারায়ণ মহারাজ (কলকাতা) প্রমুখ অতিথি-বৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ (বৃন্দাবন)। সভায় বক্তাগণ আজকের সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকারের জন্য ধর্মানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সবার শেষে বসে আঁকা প্রতি-যোগীতার প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সেইদিনে মঠলগ্ন আমলাজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন, দুর্গাপুর মিশন হসপিটাল এবং কলকাতা সুশ্রুত আই হসপিটাল এর মিলিত উদ্যোগে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির ও চক্ষু পরীক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ৩৫০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। Dr. Rudra Prasad Das, Dr. Niladri Sen (Gynaecologist); Dr. Arita Chattoraj (Eye specialist) Dr. Taraknath, Dr. Abhijit Pramanick, Dr. Partha Guha, Dr. B.K. Singha, Dr. Somnath Roy, Dr. Nabendu Mondal, Dr. Suvenda Bera, প্রমুখ

চিকিৎসকবৃন্দ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন, সকল রোগীদের মিশন কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ও নয় জনকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। মিশন হতে শ্রীকাশীনাথ রায়, আমলাজোড়া হতে শ্রী কুলদ্বীপ সরকার, সন্দীপ সরকার এর সহযোগীতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়, মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের মঠাধক্ষ্য শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজের পরিচালনায় উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়। ❑

# দার্জিলিং সহ বাংলাদেশে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের পদাঙ্কিত বিভিন্ন শ্রীপাট দর্শন ও পরিক্রমা

**(সম্ভাব্য কার্যক্রম)**

**১৬/১২/২০১৭**-কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেনে থেকে ট্রেনযোগে শিলিগুড়ি রওনা।

**১৭/১২/২০১৭**-দার্জিলি-এ বিশিষ্ট স্থান দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।

**১৮/১২/২০১৭**-শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থান দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।

**১৯/১২/২১০৭**-চ্যাংড়াবাধা বর্ডার পার হয়ে দলগ্রাম আশ্রমে ধর্মসবা ও তথায় রাত্রিবাস।

**২০/১২/২০১৭**-সকালে রংপুরে যাত্রা, বিকালে ধর্মসভা ও তথায় রাত্রিবাস।

**২১/১২/২০১৭**-ভোরে রাজশাহী (খেতুরী) যাত্রা। সন্ধ্যায় ধর্মসভা, দর্শন ও রাত্রিবাস।

**২২/১২/২০১৭**-সকালে ঢাকা যাত্রা এবং নারিন্দায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে রাত্রিবাস।

**২৩/১২/২০১৭**-ঢাকায় স্থানীয় দর্শন, বিকালে বালিয়াটি গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও ঢাকাতে রাত্রিবাস।

**২৪/১২/২০১৭**-সকালে সিলেট যাত্রা ও তথায় রাত্রিবাস।

**২৫/১২/২০১৭**-ঢাকা দক্ষিণে মহাপ্রভু বাড়ী দর্শন। সন্ধ্যায় সিলেটে ধর্মসভা ও তথায় রাত্রিবাস।

**২৬/১২/২০১৭**-সকালে হবিগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছে তথায় রাত্রিবাস।

**২৭/১২/২০১৭**-হাঠাহাজারি থানায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট দর্শন, চট্টগ্রামে রাত্রিবাস।

**২৮/১২/২০১৭**-খুলনা যাত্রা ও তথায় শ্রীল আচার্যপাদের জন্মস্থানে সভা ও রাত্রিবাস।

**২৯/১২/২০১৭**-যশোরে রূপ সনাতনের জন্মস্থান দর্শন ও বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন ও পাটবাড়ীতে রাত্রিবাস।

**৩০/১২/২০১৭**-সকালে বেনাপোল বর্ডার পেরিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

**বিঃ দ্রঃ- যারা এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তারা নিজ নিজ পাসপোর্ট বানিয়ে গৌড়ীয় মিশনের অফিসে অতি শীঘ্র যোগাযোগ করুন।**

# শারদীয়া দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

এতদ্দ্বারা সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত **কলকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সোমবার হইতে ২রা অক্টোবর, ২০১৭** সোমবার পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন **শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্গত "সনাতন শিক্ষা"** আলোচিত হইবে। ইচ্ছুক মঠবাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশ-গ্রহণ করিতে পারিবেন না তাহারা Internet video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এবিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে 8017573255 নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/09/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

## এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ও (১০) শ্রীক্ষেত্র (হিন্দী) — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

## নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

**Address :**
**In-Charge,**
**Sri Bhaktipatra Office**
**Gaudiya Mission**
**16A, Kaliprasad Chakraborty Street**
**Baghbazar, Kolkata - 700 003**
**Mob. : 9903615586, 8420692952**
**E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org**
**Visit us : www.gaudiyamission.org**